দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পশ্চিম ইওরোপীয় ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রের নেতৃত্ব ও তত্ত্বগত পরিচয় ।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তার উদ্ভবকাল নির্ণয়ে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বহুধা বিভক্ত । এ আলোচনায় প্রাচীন গ্রীস ও চীনের ঐতিহ্য, লাইকারগাস, স্পার্টার পলিটি (Polity), প্লেটোর সাম্যবাদ সম্পর্কিত চিন্তার উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাস অনুসরণে, প্রাচীন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অনুধাবন অপরিহার্য, এ মত কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন ।[1] সাধারণভাবে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার উন্মেষকালকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্থাপিত করা হয়, কেউ কেউ ফরাসী বিপ্লবের[2] অব্যবহিত পরবর্তীকালের সামাজিক অবস্থাকে এই কাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । ষোড়শ শতাব্দীতে, নবজাগরণের ফলে, সমাজ সমালোচনায় যে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, ধনতন্ত্রের আগমনে তা যে-রূপ পরিগ্রহ করেছিল, টমাস মোর-এর 'ইউটোপিয়া' (১৫১৬) তারই সাহিত্যিক প্রকাশ । ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর এই 'ইউটোপিয়া' সমূহ তৎকালীন সমাজ সমালোচনা ও ভবিষ্যতের নতুন সমাজের সুন্দর চিত্র এঁকেছিল, কিন্তু সমাজতন্ত্র যে-অর্থে আধুনিককালে ব্যবহৃত, তা ফরাসী বিপ্লব পূর্ব সমাজ ব্যবস্থায় অনুপস্থিত । শ্রেণী সম্পর্কের নববিন্যাসে, সেই সময় সমাজের মধ্যে অভূতপূর্ব ও বিপুল পরিবর্তন এসেছিল ।

সমাজতন্ত্র (সোস্যালিজম) ও সমাজতন্ত্রী শব্দদ্বয় সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন তা অজ্ঞাত, যতদূর জানা যায়, ইটালির ভাষায় প্রথম মুদ্রিত আকারে ব্যবহৃত হয়, তবে শব্দদ্বয়ের বর্তমান অর্থের সঙ্গে যে-অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল তার সামান্যতম সম্পর্ক-ও নেই । ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শব্দদ্বয়ের আর কোন ব্যবহার লক্ষিত হয়নি, ১৮২৭ এ রবার্ট ওয়েনের অনুগামীদের পত্রিকা 'কো-অপারেটিভ ম্যাগাজিনে', তাঁর সমবায় বাদের অনুগামীদের বোঝাতে "সমাজতন্ত্রী" (সোস্যালিস্ট) ব্যবহৃত হয় । পিয়েরে লেরুক্স্ সম্পাদিত সেইন্টসাইমনীয়দের মুখপত্র 'লা-গ্লোব'-এ এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় ফরাসী ভাষায়, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি । সেইন্টসাইমনের মতবাদ বোঝাতেই এখানে সমাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয় । ঊনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে লেরুক্স্ ও রেঁনদ, তাঁদের এনসাইক্লোপিডিয়া ও অন্যান্য রচনাদিতে শব্দটির বহুল ব্যবহার করেন । অতঃপর ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে শব্দদ্বয়ের বহুল ব্যবহার লক্ষিত হয় । জার্মানী সহ অন্যান্য ইওরোপীয় দেশে ও আমেরিকাতে-ও ক্রমশ শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হতে থাকে । ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, সমাজ পুনর্গঠনের এক

বিশেষ মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে চিহ্নিতকরণের ও দৈনন্দিন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত যে পরিভাষার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল, শব্দটি স্বাভাবিকভাবেই তা পূরণ করল। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মানুষের সুখ ও মঙ্গল কামনায় মানব বিষয়াদির উপর যৌথ নিয়ন্ত্রণ স্থাপনার অর্থে আদিপর্বে সমাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। রাজনীতি নয়, বস্তুর উৎপাদন ও বণ্টনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। সমাজতন্ত্রের আদি প্রবক্তাদের সকলেই, সর্বজনীন শিক্ষাকে মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদগণ মূলতঃ এ নীতিবাদ দ্বারা-তাড়িত। এঁদের তত্ত্বের পেছনে, কোনো গণ-আন্দোলনও সংগঠিত হয়নি। গণতন্ত্র ও উদার-নীতিবাদ অনুসারী যে বৌদ্ধিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা সম্পৃক্ত, তাতে সমাজতান্ত্রিক বিশিষ্টতাসমূহ অনুপস্থিত। তীব্র মানবিকতা-তাড়িত তাঁরা ধনী-দরিদ্রের ও বিলাস-দারিদ্র্যের সহাবস্থানের তীব্র সমালোচক। অথচ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে, এই সামাজিক অন্যায়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অত্যাচারিতের অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা তাঁরা বলেন নি। শিক্ষার ব্যাপকতা ও যুক্তির প্রয়োগকেই সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিষেধক ভেবেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেই পাশ্চাত্যের এই যুক্তি ও মানবতাবাদ এদেশের বৌদ্ধিক চর্চায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। রামমোহনের মাধ্যমে এ চর্চার শুরু। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ফরাসী ইতিহাস ও বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম-ও তাদের জ্ঞানচর্চার বাইরে ছিল না।

ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা গ্রাকস্ ফ্রাঁসোয়া ন্যোয়েল বেবউফ-এর 'কনস্পিরেসি অফ দি ইকুয়ালস'-এর মাধ্যমে সাহিত্য কেন্দ্রিকতা থেকে গণ আন্দোলনের মধ্যে মুক্তি পেল। বেবউফ, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব পরবর্তী ফরাসী দেশের অস্থির মুহূর্তে সর্বহারার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রায় সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থার সর্বজনীন মালিকানাভিত্তিক পরবর্তীকালের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পূর্বসূরীই নয় অন্যান্য স্ট্রাটিকে অবলম্বন করে, সর্বহারার একনায়কত্ববাদেরও পূর্বসূরী। বেবউফের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও, এর গুরুত্ব অপরিসীম। সেইন্ট সাইমন (১৭৬০ – ১৮২৫) সমকালীন ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অন্যতম প্রধান পুরুষ; সমকালের বুদ্ধিজীবী চিন্তাকে তিনি সংবিধান অন্যতা থেকে সমাজমনস্কতায় উন্নীত করেন। তাঁর সমাজচিন্তা ও সমালোচনা ফরাসী বিপ্লবের নঞর্থক দিকগুলিকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত। জাবনের

নব নব তত্ত্ব ও পদ্ধতিকেও তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। অর্থনীতি নিরপেক্ষ রাজনৈতিক মতাদর্শে তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবকে তিনি অভিজাত শ্রেণী, বুর্জোয়া শ্রেণী ও সম্পদহীনদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে রাজনীতি উৎপাদনের বিজ্ঞান ও ক্রমশঃই তা অর্থনীতির মধ্যে লীন হয়ে যাবে।[৩] সেইন্ট সাইমনের মৃত্যুর পর তাঁর মতবাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আমাঁদ বাজার্ড ও বারথেলেমে প্রসপার এনফ্যানটিন। এঁদের নেতৃত্বে সেইন্ট সাইমনবাদ প্রাথমিক জনসমর্থন পেলেও কয়েকটি সামাজিক প্রশ্নে নেতৃত্বের মতানৈক্যের ফলে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে।

পিয়ের লেরু প্রথম জীবনে সন্ত্রাসবাদী দলে ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রথমে সেইন্ট সাইমনীয় মতবাদ ও পরে ফুরিয়ারবাদী হন। তৎকালে বিখ্যাত পত্রিকা 'গ্লোব'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। এই পত্রিকাতেই আধুনিক অর্থে সমাজতন্ত্র শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। বুর্জোয়া ও সর্বহারার শ্রেণীর দ্বন্দ্বের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

ফিলিপ যোসেফ বেঞ্জামিন বাশের মতপার্থক্যের কারণে সেইন্ট সাইমনীয় আন্দোলন থেকে সরে আসেন। অতঃপর তিনি নিজের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। সেইন্ট সাইমনের শ্রেণী সংগ্রাম ও শোষণের তত্ত্বে তিনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনায় সম্প্রসারিত করেন। তিনি অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য ও ব্যক্তিসম্পত্তিকে সমকালের প্রধানতম পাপ হিসেবে উল্লেখ করেন।

ফ্রাঁসোয়া মেরি চার্লস ফুরিয়ার ফরাসী সমাজতান্ত্রিক চিন্তার আদি প্রবক্তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য[৪]। যে কোন ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষের তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিসম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের অবসান ব্যতিরেকেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব। ফুরিয়ারের সমাজতত্ত্বে ব্যক্তিমানুষই কেন্দ্রীয় চরিত্র। জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য কর্মকে তিনি হিতকর আকর্ষণীয় ও আনন্দের উৎসে পরিণত করতে চেয়েছেন। তিনি প্রচুর উৎপাদনক্ষম আধুনিক যন্ত্রশিল্পের বিরোধী। বিবাহ ও পরিবার বিষয়ক প্রচলিত বিশ্বাসকে তিনি তীব্র আক্রমণ করেছেন ও পূর্ণ স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন।[৫] তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সমবায় সমিতির দ্বারা সমাজকে পুনর্বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন, যেখানে উৎপাদন ও ভোগ একই সূত্রে গ্রথিত থাকবে। অগাস্টি ব্ল্যানকি, মূলতঃ অভ্যুত্থানপন্থী। বেবউফ বুনারুতির বিপ্লবীতত্ত্বকে তিনি বিস্তৃত করেন। লুই ব্লাঁ ছিলেন প্রজাতন্ত্রী। সমাজপরিবর্তনের জন্য সংঘর্ষের তিনি বিরোধী ছিলেন। অবাধ প্রতিযোগিতাকে সামাজিক অনাচারের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে, রাষ্ট্রীয় সংস্থার

আলোকে তিনি তাঁর সমাধান করতে চেয়েছেন ।[৬]

'প্রপার্টি ইজ থেফট' এই প্রবাদোপম বাক্যের উদ্গাতা, পিয়েরে জোসেফ প্রুঁধো, সমকালীন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব । সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় ও আন্দোলনে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম । তিনি সার্বিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন । এই স্বাধীনতা, তাঁর ব্যাখ্যায় প্রায় সীমাহীন । ধনতন্ত্রকে যেমন সমকালের সমবায় সমিতি, শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ বিনিয়োগ ইত্যাদিকেও তেমনই তীব্র আক্রমণ করেছেন । তাঁর মতে যে কোন ধরনের সংগঠনই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খণ্ডিত করে । মুক্ত বিনিময় তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি সামাজিক সমস্যাদির সমাধান করতে চেয়েছেন । তিনি বিশ্বাস করতেন ভবিষ্যত শ্রমিক-সমাজে রাষ্ট্র অবলুপ্ত হবে, রাজনৈতিক শাসনের অবসান ঘটবে । প্যারী কমিউনার্ডদের ওপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল । প্রথম আন্তর্জাতিক, প্রুঁধোবাদী হবে, না, মার্কসবাদী হবে তা কিছুকাল এ বিষয়ে সংশয় ছিল ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের সমাজচিন্তায় প্রধানতম পুরুষ রবার্ট ওয়েন । তাঁর পূর্বে টমাস স্পেন্স, উইলিয়াম গডউইন বা চার্লস হল এর সমাজচিন্তা ইংল্যাণ্ডের বিশেষ সমাজ পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি । স্পেন্স ছিলেন, ভূমির যৌথ মালিকানার প্রবক্তা । গডউইন ছিলেন প্রধানতঃ নৈরাজ্যবাদী, ব্যক্তির বিবেকের বিশ্বাসী । গডউইনের চিন্তার বুদ্ধিকেন্দ্রিকতা তাঁকে বিজ্ঞানবিরোধী করে নি । তিনি যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা কায়িক শ্রমের অবসান চেয়েছেন । চার্লস হল ভূমিকে ব্যক্তিমালিকানা মুক্ত করে চাষীর হাতে দেবার পক্ষপাতি।ধনী দরিদ্রের স্বার্থের বৈপরীত্যকে তিনি নতুন দৃষ্টিকোণ দ্বারা বিচার করেছেন । প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে শ্রম এবং দ্বারা অর্জিত মুনাফার ব্যাখ্যায় তিনি, বিষয়টিকে নতুন মাত্রায় স্থাপন করেছেন ।

রবার্ট ওয়েনের, সঙ্গে রামমোহন রায়ের ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল । ওয়েন তাঁর দীর্ঘ জীবৎকালে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । নিউ লানার্কের সুতাকলে তিনি আপন তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেন । এই সাফল্য তাঁকে সমগ্র ইওরোপের শ্রদ্ধা ও সম্মান এনে দেয়, আবার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে যখন তিনি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করছেন, তখন ইংল্যাণ্ডের ধনতান্ত্রিক সমাজ তাঁকে ত্যাগ করেছে । ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার নিউ হারমনিতে তাঁর সমাজতান্ত্রিক সমাজ স্থাপনার চেষ্টা ব্যর্থ হয় । এই কাহিনী ইংল্যাণ্ড শ্রমিক -

আন্দোলনের নতুন প্রবাহে স্নাত হচ্ছিল। হজস্কিন ও টমসন সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্গঠনের তত্ত্ব প্রচার করেন। রিফর্ম আন্দোলনের পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এই কালেই ওয়েন তাঁর বিনিময় অফিস জাতীয় স্থাপনে ব্রতী হন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। রিকার্ডোর অর্থনৈতিক মতবাদের প্রতিক্রিয়া ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের উদগাতা টমাস হজস্কিন, বিকাশমান ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের সমর্থক। শ্রেণী সংগ্রাম তাঁর তত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি। তিনি সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার পক্ষপাতি, সম্পত্তির 'প্রাকৃতিক নিয়মতন্ত্রে' বিশ্বাসী। ওয়েনবাদ ও ব্রিটিশ ধনতন্ত্রবিরোধী মতবাদের সংশ্লেষণ ঘটান জন ফ্রান্সিস ব্রে। সমকালের সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিক আন্দোলনের তিনি তীব্র সমালোচক, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও এর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন। সমাজের সার্বিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করা শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব বলে তিনি মনে করতেন। চার্টিস্ট আন্দোলনকে তিনি তীব্র আক্রমণ করেছেন।

চার্টিস্ট আন্দোলনই, ইংল্যান্ডে, শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম সচেতন রাজনৈতিক কার্যক্রম, শ্রমিক শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। চার্টিস্ট আন্দোলনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরবর্তী কুড়ি বছর ইংল্যান্ডে উদারনৈতিক মতবাদের স্বর্ণযুগ। এই সময়েই শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক শক্তি হিসাবে আবির্ভাব, স্টেট ও মিউনিসিপ্যাল সমাজতন্ত্রের জন্ম ও বিকাশ ঘটেছে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই লিবারাল দলের গৌরবময় যুগের অবসানের সূচনা হয়। গোঁড়া রাজনৈতিক ও অর্থনীতির মৌলিক নীতি সমূহের যাথার্থতায় সংশয় দেখা দিচ্ছিল এবং ভূমি সংস্কার আন্দোলন ব্যাপকতা পাচ্ছিল। রাজনীতি ও অর্থনীতির পরিভাষায় 'জাতীয়করণ' শব্দটি যুক্ত হোল। এইচ.এম. হিন্ডম্যান স্থাপিত 'সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন' সার্বজনীয় শ্রেণী সংগ্রামের প্রচার করতে থাকল। সিডনি ওয়েবের নেতৃত্বে ফেবিয়ান সোসাইটি, ব্যবহারিক রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ পরীক্ষায় রত হোন, তেমন কের হার্ডির নেতৃত্বে 'ইনডিপেন্ডেন্ট লেবার-পার্টি'' দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই শ্রমিকদের মধ্যে উদারনৈতিক ভাবধারার প্রভাব কমতে শুরু করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেই, জে আর ম্যাকডোনাল্ড হার্ডি ও পিটে কুরানের নেতৃত্বে 'লেবার পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এই পর্ব থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মতই সম্পূর্ণ নতুন খাতে প্রবাহিত হয় ইউটোপীয়ান সমাজ চিন্তার

73881
2 3 MAR 1981

স্থান, কাল, শ্রেণী ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রচিন্তা গ্রহণ করে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই বিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মুখ্য নিয়ন্ত্রক।

গ্রন্থ সূত্র। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১) আলেকজান্ডার গ্রে : দি সোস্যালিস্ট ট্র্যাডিশন : মোজেস টু লেনিন। লন্ডন লঙম্যানস গ্রীণ এ্যান্ড কোং, ১৯৪৬। পৃঃ ১০ – ১১

২) জি.ডি.এইচ.কোল : দি হিস্ট্রি অব সোস্যালিস্ট থট। লন্ডন, ম্যাকমিলান কোং ১৯৫৯। ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১

৩) ফ্রেডরিক এঙ্গেলস : সোস্যালিজম : ইউটোপীয়ান এ্যান্ড সায়েন্টিফিক। মার্কস-এঙ্গেলস সিলেকটেড ওয়ার্কস। মস্কো, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১২১

৪) রবার্ট নুইক : সোস্যালিজম, পার্টি। মার্কসিজম, কমিউনিজম এ্যান্ড ওয়েস্টার্ণ সোসাইটি, এ কমপ্যারেটিভ এনসাইক্লোপেডিয়া সি. ডি. কেরিও। নিউ ইয়র্ক, হার্ডার এ্যান্ড হার্ডার, ১৯৭৩।৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫

৫) ফ্রেডরিক এঙ্গেলস : পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১২২

৬) জি, ডি.এইচ কোল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬৯